পেট্রোবাংলা এবং এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের উল্লেখযোগ্য চলমান প্রকল্পসমূহ

প্রকাশনায়ঃ

পেট্রোবাংলা ইনোভেশন টীম

২০২১-২০২২

PETROBANGLA

Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation

পেট্রোবাংলা এবং এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের উল্লেখযোগ্য চলমান প্রকল্পসমূহ

রাষ্ট্রব্যবস্থার উন্নয়নের মূল বাহন হচ্ছে প্রকল্প। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জ্বালানি খাতের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসাবে পেট্রোবাংলা ও তার আওতাধীন কোম্পানির আওতায় বর্তমানে ৩৪টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্প সমূহের মোট সম্ভাব্য ব্যয় প্রায় ১৩,৬০৫ কোটি টাকা। বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) ও বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প রয়েছে ০৮টি, পেট্রোবাংলা/ কোম্পানির নিজস্ব তহবিলভুক্ত প্রকল্প রয়েছে ১৩টি এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) ভুক্ত প্রকল্প রয়েছে ১৩টি। প্রকল্পসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

২ডি/ ৩ডি সাইসমিক সার্ভে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প

অনুসন্ধান ও উৎপাদন কার্যক্রম জোরদার করার মাধ্যমে দেশীয় গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধি করে গ্যাসের দাম ভোক্তা পর্যায়ে সহনীয় রাখা আবশ্যক। দেশের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত কল্পে বিদ্যমান কূপ হতে সর্বোচ্চ পরিমাণ গ্যাস উৎপাদন এবং সম্ভাবনাময় অনাবিস্কৃত গ্যাসক্ষেত্র হতে গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন কার্যক্রম জোরদারের লক্ষ্যে সাইসমিক জরিপ সম্পাদন করা প্রয়োজন। Lead Inventory এবং সম্ভাব্য ২ডি/৩ডি সাইসমিক জরিপ এলাকা নির্ধারণ সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি উল্লেখ করে যে, বাংলাদেশের স্থলভাগে প্রয়োজনীয় সকল সাইসমিক জরিপ ২০৩০ সালের মধ্যে সম্পাদন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে তা ১০০০০-১৫০০০ লাইন কি.মি. সাইসমিক জরিপ হতে পারে যা বাপেক্স, পেট্রোবাংলা ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী (২০৩১-২০৪১) পরিকল্পনার আওতায় বাংলাদেশের স্থলভাগে Regional সাইসমিক সার্ভে করার প্রয়োজন থাকবে না; তবে মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে কিছু Infill/ Additional line এর প্রয়োজন হতে পারে। তাছাড়া বাপেক্স Offshore Exploration এ অংশগ্রহণ করলে তা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় রাখা যেতে পারে। ভূতাত্ত্বিক, ভূপদার্থিক ও রিজার্ভয়ার মডেলিং এর মাধ্যমে হাইড্রোকার্বন রিজার্ভ ও রিসোর্স এস্টিমেট করা এবং নতুন কূপ খননের লোকেশন চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে বর্তমানে ৪টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে ১৬৩৬ বর্গ কি.মি. এলাকা জুড়ে ৩ডি সাইসমিক জরিপ এবং ৩০০০ লাইন কি.মি. ২ডি সাইসমিক জরিপ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

১) ২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক ১৫ এবং ২২ প্রকল্প:

- ❖ বাপেক্স কর্তৃক প্রকল্পটির আওতায় ৩০০০ লাইন কি.মি. এর উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে।

২) সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) এর বিয়ানীবাজার ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প:

- ❖ এসজিএফএল কর্তৃক প্রকল্পটির আওতায় ১৯১ বর্গ কি.মি. এলাকায় সাইসমিক ডাটা এ্যাক্যুইজিশন, প্রসেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশনসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হবে।

৩) একারেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৩ ডি সাইসমিক জরীপ প্রকল্প:

- ❖ এসজিএফএল কর্তৃক প্রকল্পটির আওতায় ৮৬৫ বর্গ কি.মি. ৩ডি সাইসমিক জরিপ পরিচালনা করা হবে।

৪) ৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার জকিগঞ্জ এন্ড পাথারিয়া ওয়েষ্ট স্ট্রাকচার প্রকল্প:

- ❖ বাপেক্স কর্তৃক প্রকল্পটির আওতায় ৫৮০ বর্গ কি.মি. ৩ডি সাইসমিক জরিপ পরিচালনা করা হবে।

কূপ খনন এবং ওয়ার্কওভার সংশ্লিষ্ট প্রকল্প

নতুন গ্যাস অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য লোকেশনে নতুন কূপ খনন এবং বিদ্যমান কূপসমূহের ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বর্তমানে মোট ৯টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পসমূহ সফলভাবে সমাপ্ত হলে দৈনিক প্রায় ১৪২-১৬৩ এমএমসিএফ গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে। চলমান ২টি ওয়ার্কওভার প্রকল্পের মাধ্যমে দৈনিক ১২০ এমএমসিএফ গ্যাস উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে। গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে শিল্পায়নের প্রসারসহ জনগণের কর্মসংস্থান এর মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন তথা দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা সম্ভব হবে। এছাড়াও বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে দ্রুত উন্নয়নশীল দেশে পরিগনিত হবে।

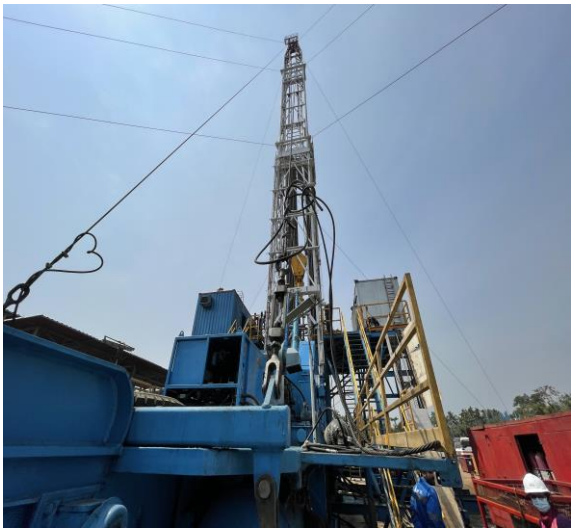

১) সিলেট-৮, বিয়ানীবাজার-১ ও কৈলাশটিলা-৭ নং কূপ ওয়ার্কওভার প্রকল্প:

- এসজিএফএল কর্তৃক প্রকল্পটির সফল সমাপ্তি শেষে কূপ তিনটিকে পুনরায় উৎপাদনে আনয়নের মাধ্যমে দৈনিক প্রায় ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হবে।

২) কৈলাশটিলা ৮ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্প:

- এসজিএফএল কর্তৃক প্রকল্পটির আওতায় কৈলাশটিলা (সিলেট) স্ট্রাকচারে গ্যাস কূপ হিসেবে একটি অনুসন্ধান কূপ খনন করে দৈনিক ২১ এমএমসিএফ গ্যাস উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

৩) সিলেট-৯নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ) খনন প্রকল্প:

- এসজিএফএল কর্তৃক প্রকল্পটির আওতায় কূপ খনন শেষে জাতীয় গ্যাস গ্রীডে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।

৪) রূপকল্প-২ খনন প্রকল্প: ২টি অনুসন্ধান কূপ (সেমুতাং সাউথ-১ ও জকিগঞ্জ-১) খনন প্রকল্প :

- বাপেক্স কর্তৃক প্রকল্পটির আওতায় কূপ খনন শেষে নতুন গ্যাসক্ষেত্র জকিগঞ্জ আবিষ্কৃত হয়েছে।

৫) তিতাস, হবিগঞ্জ, নরসিংদী ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার প্রকল্প:

- বিজিএফসিএল কর্তৃক প্রকল্পের আওতায় তিতাস # ৬, ৭ ও ৯, নরসিংদি # ১, হবিগঞ্জ # ১ ও বাখরাবাদ # ১ কূপসমূহের ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে ৯৯ এমএমসিএফডি গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

৬) বাপেক্স এর ২টি অনুসন্ধান কূপ (টবগী-১, ইলিশা-১) ও ১টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (ভোলা নর্থ-২) খনন প্রকল্প:

- বাপেক্স কর্তৃক প্রকল্পটির আওতায় তিনটি কূপ খনন শেষে বানিজ্যিকভাবে উত্তোলনযোগ্য গ্যাস আবিষ্কার সাপেক্ষে অতিরিক্ত ৪৫৯ বিসিএফ গ্যাস মজুত বৃদ্ধি এবং দৈনিক গড়ে ৪৬-৬০ এমএমসিএফ গ্যাস উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

৭) শরীয়তপুর-১ অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প:

- বাপেক্স কর্তৃক প্রকল্পটির আওতায় কূপ খনন শেষে বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলনযোগ্য গ্যাস আবিষ্কার সাপেক্ষে অতিরিক্ত ৭৩.৮ বিসিএফ গ্যাস মজুত বৃদ্ধি এবং দৈনিক গড়ে ১০-৫ এমএমসিএফ গ্যাস উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

৮) সিলেট-১০ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্প:

- এসজিএফএল কর্তৃক প্রকল্পটির আওতায় কূপ খনন শেষে উত্তোলনযোগ্য গ্যাস প্রাপ্তি সাপেক্ষে অতিরিক্ত ৪৩.৭ বিসিএফ গ্যাস মজুত বৃদ্ধি এবং দৈনিক প্রায় ১০ এমএমসিএফ গ্যাস উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

৯) ১টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-১এ) এবং ২টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (সুন্দলপুর-৩ ও বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েষ্ট) খনন প্রকল্প:

- বাপেক্স কর্তৃক প্রকল্পটির আওতায় তিনটি কূপ খনন শেষে বানিজ্যিকভাবে উত্তোলনযোগ্য গ্যাস আবিষ্কার সাপেক্ষে অতিরিক্ত ১৭২ বিসিএফ গ্যাস মজুত বৃদ্ধি এবং দৈনিক গড়ে ৩০ এমএমসিএফ গ্যাস উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

পাইপলাইন নির্মাণ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প

দেশের বৃহত্তর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ গ্যাস সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ১৯৯৮ সালে বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের পর দেশের দুই অংশে অসম সম্পদ ও অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে সমতা আনায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস সরবারাহের লক্ষ্যে নলকা, সিরাজগঞ্জ হতে বগুড়া পর্যন্ত মোট ৬০ কি.মি. গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনের কমিশনিং হয়েছে ২০০৫ সালে। যদিও রংপুর এবং নীলফামারী ভৌগলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান, তবুও এই এলাকার মানুষ প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ সুবিধা হতে বঞ্চিত। এই বৈষম্য দূর করতে রংপুর ও নীলফামারী জেলায় প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের জন্য গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ নেটওয়ার্ক স্থাপন করা প্রয়োজন ছিল। এতদুদ্দেশ্যে বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ এবং রংপুর, নীলফামারী, পীরগঞ্জ শহর এবং তদসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণ প্রকল্প ২টি গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া দেশের সার্বিক গ্যাস ঘাটতি মোকাবেলার জন্য সরকার বিদেশ থেকে এলএনজি আমদানী শুরু করে। আমদানীকৃত আরএলএনজি এর মাধ্যমে নতুন নতুন শিল্প কলকারখানায় সংযোগ প্রক্রিয়া শুরু হয়। বর্তমানে চট্টগ্রামস্থ ফৌজদারহাট, সীতাকুন্ড ও মীরসরাই অঞ্চলের শিল্প গ্রাহকদের নতুন ও বর্ধিত গ্যাস চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু উক্ত এলাকায় কেজিডিসিএল এর গ্যাস অবকাঠামো অপ্রতুল। উক্ত এলাকায় জ্বালানি চাহিদা পূরণ ও উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল পাইপলাইন নির্মাণ এবং ফৌজদারহাট-সীতাকুন্ড-মীরসরাই এলাকার গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যমান গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্কের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বর্তমানে মোট ০৭ টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে বিদ্যমান সঞ্চালন পাইপলাইন নেটওয়ার্কে আরও ৪৫৮ কি.মি. সঞ্চালন পাইপলাইন এবং বিতরণ নেটওয়ার্কে আরও ১৫৭ কি.মি. বিতরণ পাইপলাইন সংযুক্ত হবে।

১) ধনুয়া-এলেঙ্গা এবং বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পাড়-নলকা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প:

- জিটিসিএল কর্তৃক প্রকল্পটির আওতায় ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের ৫২ কি.মি. ও ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের ১৫ কি.মি. পাইপলাইন নির্মিত হয়। তাছাড়া ৩টি RMS / MMS স্থাপন করা হয়।

২) চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প:

- জিটিসিএল কর্তৃক প্রকল্পটির আওতায় ৩৬ ইঞ্চি ব্যাসের ১৮১ কি.মি. পাইপলাইন নির্মিত হয়। তাছাড়া ২টি TBSও ১টি মিটারিং স্টেশন নির্মাণ করা হয়।

৩) বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প:

- জিটিসিএল কর্তৃক প্রকল্পটির আওতায় ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের ১৫০ কি.মি.পাইপলাইন নির্মিত হচ্ছে। তাছাড়া সৈয়দপুরে ১০০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি CGS, রংপুরে ৫০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি TBS এবং পীরগঞ্জে ২০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি TBS স্থাপন করা হবে।

৪) বাখরাবাদ-মেঘনাঘাট-হরিপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প:

- জিটিসিএল কর্তৃক প্রকল্পটির আওতায় ৪২ ইঞ্চি ব্যাসের ৫০ কি.মি. পাইপলাইন নির্মিত হবে।

৫) রংপুর, নীলফামারী, পীরগঞ্জ শহর এবং তদসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণ প্রকল্প:

- পিজিসিএল কর্তৃক প্রকল্পটির আওতায় ১০০ কি.মি. গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক এবং ৩টি ডিআরএস (৩৫০-১৫০ পিএসআইজি) স্থাপন করা হবে।

৬) ফৌজদারহাট-সীতাকুন্ড-মীরসরাই এলাকার গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রকল্প:

- কেজিডিসিএল কর্তৃক প্রকল্পটির আওতায় কেজিডিসিএল এলাকায় ২০ ইঞ্চি ব্যাসের ১৫০ পিএসআইজি চাপ বিশিষ্ট ৫৭ কি.মি. পাইপলাইন স্থাপন করা হবে।

৭) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতুতে গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প:

- জিটিসিএল কর্তৃক প্রকল্পটির আওতায় ৩৬ ইঞ্চি ব্যাসের ১০কি.মি. দীর্ঘ ১০০০ পিএসআইজি চাপ সম্পন্ন গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ করা হবে।

প্রি-পেইড মিটার স্থাপন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প

গৃহস্থালী পর্যায়ে ব্যবহৃত গ্যাসের অপচয় রোধের মাধ্যমে সিস্টেম লস হ্রাসকরণ এবং গ্যাসের কার্যকর সরবরাহ ও ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের প্রকল্পসমূহ গৃহীত হয়েছে। প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রাহকদের মধ্যে গ্যাস ব্যবহার দক্ষতা ও কোম্পানির ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়বে, মনিটরিং ব্যয় কমবে। এ সংক্রান্ত ৩টি চলমান প্রকল্পের আওতায় মোট ৪,৭০,০০০ টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হবে। পরীক্ষামূলক ভাবে দেখা গেছে যে, প্রি-পেইড মিটার ব্যাবহারের ফলে ১ জন আবাসিক গ্রাহকের মাসিক গ্যাস ব্যবহার ৭৭ ঘনমিটার থেকে ৪০ ঘনমিটার এ হ্রাস করা সম্ভব হয়।

১) প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন (Installation of Pre-paid Gas Meter for TGTDCL) প্রকল্প:

- টিজিটিডিসিএল কর্তৃক প্রকল্পটির আওতায় ৩,২০,০০০ টি আবাসিক প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে।

২) জেজিটিডিএসএল অধিভুক্ত এলাকায় ৫০,০০০ প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন প্রকল্প:

- জেজিটিডিএসএল কর্তৃক প্রকল্পটির আওতায় জেজিটিডিএসএল এর আওতাধীন সিলেট শহরের বিভিন্ন এলাকায় ৫০,০০০ গৃহস্থালি গ্রাহকদের প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করা হবে।

৩) কেজিডিসিএল এর আবাসিক গ্রাহকগণের জন্য প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন প্রকল্প:

- কেজিডিসিএল কর্তৃক প্রকল্পটির আওতায় ১,০০,০০০ টি আবাসিক প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হবে।

কম্প্রেসর স্টেশন / প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প

উৎপাদনরত গ্যাস কূপসমূহ দীর্ঘদিন উৎপাদনে থাকায় ওয়েলহেড চাপ কমে যায়। কূপসমূহের ওয়েলহেড গ্যাসের চাপ বৃদ্ধি করে সঞ্চালন লাইনের সাথে গ্যাস চাপ সমন্বয় রেখে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন করা হয়। বর্তমানে এ সংশ্লিষ্ট ৪টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। তাছাড়া শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রে দৈনিক ৬০ এমএমসিএফ ক্ষমতা সম্পন্ন গ্লাইকল ডিহাইড্রেশন টাইপ প্রসেস প্লান্ট স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১টি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

১) ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট (তিতাস ফিল্ডের লোকেশন-সি এবং নরসিংদী ফিল্ডে ওয়েলহেড গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন) প্রকল্প:

- বিজিএফসিএল কর্তৃক প্রকল্পটির আওতায় তিতাস লোকেশন-সি তে ৯০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি (১টি ষ্ট্যান্ডবাই) এবং নরসিংদি গ্যাস ফিল্ডে ১৫ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি (১টি ষ্ট্যান্ডবাই) কম্প্রেসর স্থাপন হয়েছে। ফলে দীর্ঘদিন উৎপাদনে থাকায় ওয়েলহেড চাপ কমে যাওয়া কূপসমূহের ওয়েলহেড গ্যাসের চাপ বৃদ্ধি করে সঞ্চালন লাইনের সাথে গ্যাস চাপ সমন্বয় রেখে গ্যাস সরবরাহ অব্যহত রাখা সম্ভব হচ্ছে।

২) তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-এ তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন প্রকল্প:

- বিজিএফসিএল কর্তৃক প্রকল্পটির আওতায় তিতাস লোকেশন-এ তে দৈনিক ৬০ এমএমসিএফ ক্ষমতাসম্পন্ন ৭টি (২টি স্ট্যান্ডবাই) কম্প্রেসর স্থাপন করে দীর্ঘদিন উৎপাদনে থাকায় ওয়েলহেড চাপ কমে যাওয়া কূপসমূহের ওয়েলহেড গ্যাসের চাপ বৃদ্ধি করে সঞ্চালন লাইনের সাথে গ্যাস চাপ সমন্বয় রেখে গ্যাস সরবরাহ অব্যহত রাখা সম্ভব হবে।

৩) তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন প্রকল্প:

- বিজিএফসিএল কর্তৃক প্রকল্পটির আওতায় তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ৩৫০-৬০০ পিএসআইজি সাকশন চাপ ও ১০০০ পিএসআইজি ডিসচার্জ চাপ বিশিষ্ট যথাক্রমে প্রতিটি দৈনিক ৪০ এবং ২৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন মোট ৬টি (৪টি অপারেশনাল, ২টি স্ট্যান্ডবাই) ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন করে দীর্ঘদিন উৎপাদনে থাকায় ওয়েলহেড চাপ কমে যাওয়া কূপসমূহের ওয়েলহেড গ্যাসের চাপ বৃদ্ধি করে সঞ্চালন লাইনের সাথে গ্যাস চাপ সমন্বয় রেখে গ্যাস সরবরাহ অব্যহত রাখা সম্ভব হবে।

৪) শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রের জন্য ৬০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প:

- বাপেক্স কর্তৃক প্রকল্পটির আওতায় দৈনিক ৬০ এমএমএসসিএফ ক্ষমতাসম্পন্ন ০১টি গ্লাইকল ডি-হাইড্রেশন টাইপ প্রসেস প্লান্ট স্থাপন করা হবে।

৫) শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য ওয়েলহেড কম্প্রেসর সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প:

- বাপেক্স কর্তৃক প্রকল্পটির আওতায় প্রতিটি ১০ এমএমিএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন ৩টি (২টি অপারেশনাল ও ১টি স্ট্যান্ডবাই) টু স্টেজ ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন করে সঞ্চালন লাইনের সাথে গ্যাস চাপ সমন্বয় রেখে গ্যাস সরবরাহ অব্যহত রাখা সম্ভব হবে।

এছাড়াও পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিসমূহের সমন্বয়ে জাতীয় যে গ্যাস নেটওয়ার্ক নির্মিত হয়েছে তার Automation এর উদ্দেশ্যে পেট্রোবাংলা কর্তৃক ১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কক্সবাজারের মাতারবাড়িতে LNG Terminal স্থাপনের Feasibility Study সম্পাদনের জন্যও পেট্রোবাংলা কর্তৃক ১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তাছাড়া বাপেক্স এর বিজয়-১০, ১১, ১২ আইডিকো রিগ মেরামত, আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এর জন্য ১টি প্রকল্প, জিটিসিএল-এর অফ-ট্রান্সমিশন পয়েন্টে গ্যাস স্টেশন স্থাপন ও মডিফিকেশনের জন্য ১টি প্রকল্প চলমান রয়েছে।